



General Certificate of Education
Advanced Subsidiary Examination
June 2014

Bengali

BENG1

Unit 1 Reading and Writing

Insert

Text to be used when answering Section 1

A

Text for use with Section 1

অনুভব

মামুন ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। সামনে বসা এক বয়স্ক মহিলা। বয়স সম্ভবত ষাটের মতো। হাতে ধরা প্রাথমিক চিকিৎসার বাস্র। মামুনের হাতে ও কপালে তুলো ও স্যাভলন দিয়ে মুছে পট্টি বেঁধে বললেন, ‘যাক বাবা, সৃষ্টিকর্তা তোমাকে রক্ষা করেছেন! তোমার গাড়ির ক্ষতি হলেও অল্পের উপর দিয়ে গেছে।’ মামুন মনে করতে চেষ্টা করলো গত রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। সে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিলো। হেডলাইটের আলো থাকা সত্ত্বেও সব কিছু ঝাপসা দেখছিলো। রাস্তা থেকে গাড়িটা হঠাৎ পিছলে গেলো। মামুন জোরে ব্রেক করলো। কিন্তু গাড়িটা ছিটকে গেলো একটা খামার বাড়ির দিকে। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হলো বিদেশী। লম্বা, ফর্সা, সোনালী কোঁকড়ানো চুল। গায়ে জড়ানো গাউনের উপর সিল্কের চাদর। লাল টুকটুকে ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। উনি পরিষ্কার বাঙলায় কথা বলছেন। মামুন হতভম্বের মতো ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইলো। ভদ্রমহিলা বললেন, ‘তুমি একটু আরাম করো, আমি উপরতলা থেকে আসছি।’

নিচে নেমে এক জোড়া পায়জামা-পাঞ্জাবী মামুনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ওর পরনের কাপড়গুলো বদলে নিতে বললেন। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে কৌতূহলী হলো সে। ওঁর নামটাও তো জানা হয়নি মামুনের! মামুন কাপড় বদলিয়ে লাউঞ্জের টুকতেই ভদ্রমহিলা বললেন, ‘এসো স্যান্ডুইচ আর কফি খাও। খাওয়ার পর প্যারাসিটামল খাবে, তাহলে কিছুটা আরাম বোধ করবে। আচ্ছা, এবার তোমার কথা বলো শুনি!’

মামুন বললো, মাস ছয় হলো সে এদেশে এসেছে। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান সে। ঢাকায় হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে। মায়ের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য সে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছে। বর্তমানে লুটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা করেছে। শনি-রবিবারে কাজ করে। রোজগারের পয়সা জমিয়ে সে মাকে পাঠায়। কিছুদিন আগে পুরনো একটা গাড়িও কিনেছে সে। শহরে তার এক মামা থাকেন। তার মনটা মায়ের জন্য উতলা হচ্ছিলো। তাই সেই গাড়িতে মামার ওখানে সময় কাটাতে যাচ্ছিলো। ভদ্রমহিলা বললেন, ‘তোমার মামা কি দুশ্চিন্তা করবেন? এখন অনেক রাত, কাল সকালে না হয় খবর দিও।’ মামুন রাজী হলো।

এবার ভদ্রমহিলা শুরু করলেন নিজের কথা। তাঁর জন্ম কলকাতায়, উনিশশ পঞ্চাশ সালে। বাবা তখন কলকাতার কমিশনার। মেয়ের নাম রেখেছিলেন, ক্যামেলিয়া। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর উনিশশ আটষষ্টি সালে বাবার সঙ্গে উনি ইংল্যান্ডে আসেন। এক ইংরেজকে বিয়ে করার পর তাঁর নাম হয় মিসেস কিমি গোমেজ। মামুন জিজ্ঞেস করলো, ‘পরে কি কখনো কলকাতায় গিয়েছিলেন?’ ‘হ্যাঁ, স্বামীর মৃত্যুর পর - ২০০৫ সালে। এখন এই খামার বাড়ির দেখাশুনা করছি। কর্মচারী আছে। ও-ই তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।’